সম্পাদকীয়

'নতুন কলম'

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। এইরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হয় মানব জীবনের ও সমাজের প্রতিচ্ছবি। সু সাহিত্য গঠন করে একটি সুন্দর দেশ ও সুন্দর বিশ্ব। এই সাহিত্য মঞ্চের সোপানে দাঁড়িয়ে এক সুন্দর জাতীয় মঞ্চ গড়ার চেষ্টা করা প্রতিটি নাগরিকের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব। আজকে কিশোর আগামী দিনের নাগরিক সেই কৈশোরের এই সুন্দর সময় দর্পণ স্বরূপ। জাতির বোধ এবং বীক্ষার প্রতিচ্ছবি তৈরী করার সুন্দর সময় এই কৈশোর। এই সময়েই করতে হবে অন্তরে সত্য - শিব - সুন্দরের প্রতিষ্ঠা—যা অসুন্দরকে ধ্বংস করে। কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে এখনও কিশোরদের এক বৃহৎ সংখ্যা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিদ্যালয়ের বাইরে তারা দিন মজুর অথবা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই নিষ্পাপ কিশোরদের জন্য আমাদের সকলের চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দলাদলি বিসর্জন দিয়ে স্নেহ-মমতা এবং অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে এই কিশোর সমাজের উন্নতিকল্পে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের প্রাথমিক এবং মৌলিক প্রয়োজন গুলির দিকে মুক্ত দৃষ্টি দিতে হবে প্রকৃত শিক্ষার আলোক বর্তিকা তুলে ধরতে হবে তাদের সামনে। মানুষ তথা সমারেজ অন্তরতম স্থানে সু চিন্তা এবং সু-বুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে সাহিত্যপত্রের ভুমিকা অনন্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই আমরা কিশোরদের দল প্রকাশ করেছি—"নতুন কলম।"

'নতুন কলমের"—দ্বিতীয় প্রয়াসে আমার পাঠক পাঠিকার প্রতি অনুরোধ, এই ফুলটি প্রফুটিত হয়ে উঠতে সাহায্য করে যেন ভুলত্রুটি মার্জনা করেন। পরম শ্রদ্ধাষ্পদ আমাদের গুরুজনদের দেওয়া পরামর্শ আমাদের পাথেয়।

অংশুমান দত্ত

দশম শ্রেণী

১৯৯২